পত্র-গ্রহণ
স্মারক সংখ্যা ৮২২০
তারিখ ২৮/১০/১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা/শাখা-৭
www.most.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৯.০০.০০০০.০০৭.২৯.০০২.১৭.৯৫

তারিখ: ৯ কার্তিক ১৪২৫
২৪ অক্টোবর ২০১৮

বিষয়: **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনার নিয়মাবলী সংশোধিত আকারে অনুমোদন**

সূত্র: ৩৯.০৩.০০০০.০০৫.০০.০০৭.১৮.১৯৮ ১৭ অক্টোবর ২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনার নিয়মাবলী সংশোধিত আকারে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো।

সংযুক্তি: যথাবর্ণিত।

২৪-১০-২০১৮
মোঃ আঃ কুদ্দুস দেওয়ান
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৪৯৯৪
ইমেইল: section7@most.gov.bd

মহাপরিচালক
মহাপরিচালক এর দপ্তর
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

স্মারক নম্বর: ৩৯.০০.০০০০.০০৭.২৯.০০২.১৭.৯৫/১(৩)

তারিখ: ৯ কার্তিক ১৪২৫
২৪ অক্টোবর ২০১৮

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব মহোদয়ের দপ্তর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
২) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিব (বিপ্রউ) অনুবিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৩) অফিস কপি/মাস্টার ফাইল, অধিশাখা-৭, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

২৪-১০-২০১৮
মোঃ আঃ কুদ্দুস দেওয়ান
উপসচিব

মহাপরিচালকের কার্যালয়
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
website: www.nmst.gov.bd

বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনার নিয়মাবলী ২০১৮-১৯

বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ব্যবস্থাপনায় ও দেশের সকল জেলা প্রশাসনের আয়োজনে দেশব্যাপী বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে দেশের সকল উপজেলাতে এ আয়োজন শুরু হবে। এ আয়োজনকে আরো আকর্ষণীয় এবং অংশগ্রহণমূলক করার জন্য অনুসরণযোগ্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী নির্ধারণ করা হল:

০১। প্রতিযোগিতা প্রথমে উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ীদের নিয়ে জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে বিজয়ীদের নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে;

০২। প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি নিয়ে একটি বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি গঠন করবেন;

০৩। প্রতিযোগিতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবে;

০৪। প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৩ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠিত হবে এবং দলীয়ভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

০৫। উপজেলায় আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী দল জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে;

০৬। জেলা পর্যায়ের পৌর এলাকার/সিটি কর্পোরেশন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে একটি প্রাথমিক বাছাই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হবে;.

০৭। প্রাথমিক বাছাইতে বিজয়ী দল (পৌর এলাকার ৫টি ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১০টি দল) নির্বাচন করা হবে। উক্ত পৌর/সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাছাইকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উপজেলা থেকে বিজয়ী দল নিয়ে জেলা পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে;

২৪/১০/২০১৮

০৮। উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এবং জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক বাছাইতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগী বাছাইয়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আভ্যন্তরীণভাবে একটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে। সে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম স্থান অধিকারী ঐ প্রতিষ্ঠানের দলের দলনেতা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী রানিংমেট প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করবে;

০৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এবং জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য অংশগ্রহণকারীর নাম প্রেরণের সাথে প্রতিযোগিতার ফলাফল শীট (যথাযথ স্বাক্ষরিত) প্রেরণ করবে;

১০। উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার পূর্বে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে নিয়ে প্রথমে একটি লিখিত পরীক্ষা নিতে হবে। পরীক্ষা শুরুর পূর্বে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একটি টিম প্রশ্ন প্রণয়ন করবে এবং ০১ ঘন্টার ১০০ নম্বরের একটি লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষা হতে উত্তীর্ণ প্রথম ০৮টি বিজয়ী দলকে নিয়ে ১২ নং অনুচ্ছেদের ফিকচার অনুযায়ী কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে;

১১। ১০ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পরীক্ষার জন্য এমন প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে যেন এক শব্দে বা এক লাইনে উত্তর দেয়া যায়। প্রতি দলের জন্য একটি প্রশ্নপত্র দিতে হবে যা দলের ৩ জন মিলে উত্তর তৈরি করবে।

১২। সংযুক্ত ফিকচার অনুসরণ করে কুইজ প্রতিযোগিতা চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত সম্পন্ন হবে;

চিত্র: ফিকচার

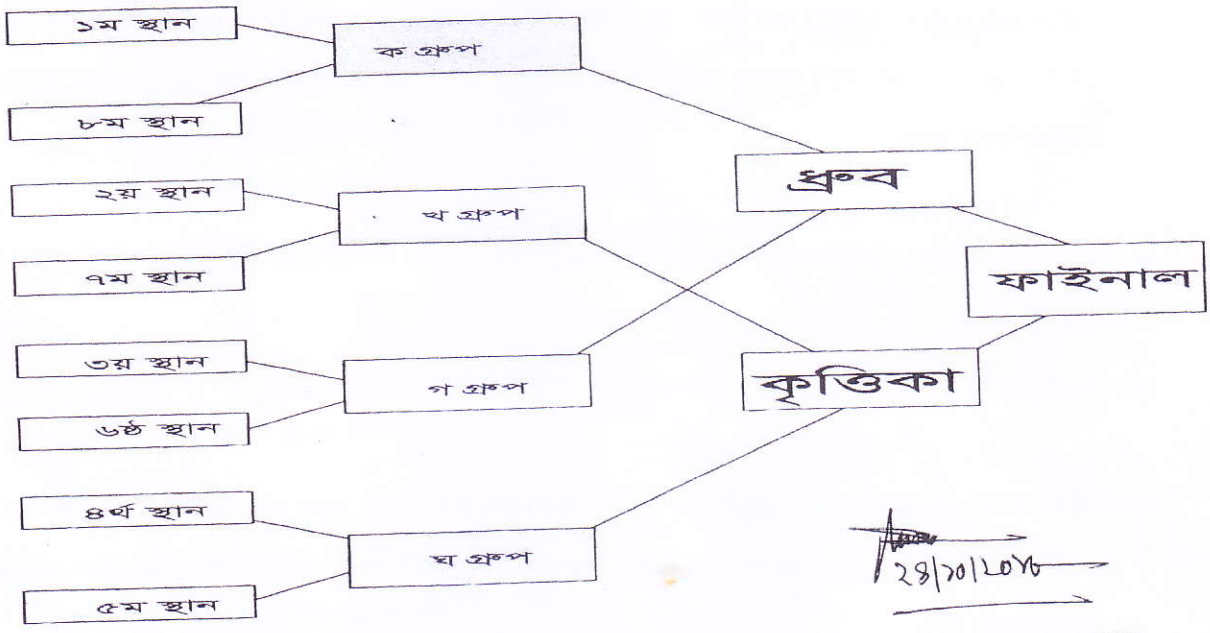

২৪/১০/২০১৮

মোঃ আঃ কুদ্দুস দেওয়ান
উপসচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩। বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক গঠিত বিচারকমন্ডলী কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা এবং বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন;

১৪। জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী দলসমূহ নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে;

১৫। প্রত্যেক প্রতিযোগিতা পরিচালনার সময় একজন কর্মকর্তা/শিক্ষককে মডারেটর হিসেবে নিয়োগ করতে হবে;

১৬। মূল কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনার নিমিত্ত প্রতি গ্রুপের জন্য ২০টি করে প্রশ্ন প্রস্তুত রাখতে হবে। তন্মধ্যে ১০টি প্রশ্ন ১ম রাউন্ডের জন্য এবং অবশিষ্ট ১০টি প্রশ্ন দ্বিতীয় বা ঝটপট রাউন্ডের জন্য;

১৭। বিচারক প্যানেল থেকে প্রাপ্ত প্রশ্ন মডারেটর নির্দিষ্ট গ্রুপের নিকট উপস্থাপন করবেন। উত্তর প্রদানের জন্য ঐ গ্রুপ ১৫ সেকেন্ড সময় পাবে। উত্তর সঠিক হলে গ্রুপের হিসেবে ৫ নম্বর যোগ হবে। আলোচ্য গ্রুপ উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হলে বা ভুল উত্তর দিলে অপর গ্রুপকে প্রশ্নটি করতে হবে। সে গ্রুপ ৫ সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর দিতে পারলে তাদের হিসেবে ৫ নম্বর বোনাস হিসেবে যোগ হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রতি গ্রুপের জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতে হবে। প্রথম রাউন্ডের প্রতিযোগিতা সম্পন্নের পর দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রতিযোগিতা শুরু করতে হবে। এ রাউন্ডে প্রতি গ্রুপকে দ্রুত ১০টি প্রশ্ন করা হবে এবং প্রতি গ্রুপ দ্রুত তার উত্তর দিবে। ঝটপট রাউন্ডে প্রতি গ্রুপের প্রশ্ন ও উত্তর প্রক্রিয়া ০২ মিনিটে সম্পন্ন করতে হবে। প্রতি সঠিক উত্তরের জন্য ৫ নম্বর করে দলের হিসেবে যোগ হবে। প্রদত্ত নম্বর ও বোনাস নম্বর যোগ করে সর্বোচ্চ নম্বরধারী গ্রুপকে বিজয়ী করতে হবে।

১৮। <u>টাইব্রেকারে দল নির্বাচন:</u> দুটি গ্রুপের প্রাপ্ত নম্বর সমান হলে টাই ব্রেকারে অতিরিক্ত ১টি বা ২টি প্রশ্ন করে বিজয়ী দল নির্বাচন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার পর যে দল আগে বেল বাজাবে সে দল উত্তর দেয়ার সুযোগ পাবে। প্রদত্ত উত্তর ভুল হলে ২য় দল উত্তর দেয়ার সুযোগ পাবে। তাদের উত্তর ভুল হলে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে। এভাবে টাইব্রেকারে দল নির্বাচন করতে হবে।

১৯। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, গণিত এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সমান সংখ্যক প্রশ্ন প্রতি গ্রুপের জন্য নির্ধারিত থাকবে;

২০। বিভাগীয় পর্যায়ের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী দল কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে;

২১। উপজেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের তালিকা জেলা প্রশাসক বরাবর, জেলা পর্যায়ের বিজয়ীদের তালিকা বিভাগীয় কমিশনার বরাবর এবং বিভাগীয় পর্যায়ের বিজয়ীদের তালিকা মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বরাবরে প্রেরণ করতে হবে;

২৪/১০/২০১৮

মোঃ আঃ কুদ্দুস দেওয়ান

২২। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজয়ী চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলকে বিদেশে শিক্ষা সফরে প্রেরণ করা হবে, এ সাথে সেরা আয়োজক হিসেবে নির্ধারিত প্রতি বিভাগ থেকে বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা এবং জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দলের প্রতিষ্ঠানের গাইড শিক্ষক যার তত্ত্বাবধানে দলটি গঠিত বা দলটির প্রশিক্ষক (কোচ) হিসেবে নিয়োজিত তাঁকে বিদেশে শিক্ষা সফরে প্রেরণ করা হবে;

২৩। জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি নম্বর যে দল পাবে সে দলের দলনেতাকে বিদেশে শিক্ষা সফরে প্রেরণ করা হবে। তবে একজন শিক্ষার্থী একবারই এ সুযোগ পাবে;

২৪। প্রত্যেক উপজেলায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১০দিন পূর্বে জেলা প্রশাসক-কে আয়োজনের বিষয়টি অবহিত করতে হবে যাতে জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা সেরা আয়োজক মূল্যায়নের জন্য উপস্থিত থাকতে পারেন। একইভাবে জেলায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে আয়োজনের বিষয়টি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক এবং বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করতে হবে;

২৫। জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণের সময় উপজেলা পর্যায়ের সেরা আয়োজনকারী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করতে হবে। একইভাবে বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শেষে সেরা আয়োজনকারী জেলা প্রশাসককে পুরস্কৃত করতে হবে

২৬। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এবং বিভাগীয় কমিশনার এর প্রতিনিধি আয়োজনকারীদের সহায়তা এবং বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সেরা আয়োজক মূল্যায়নের জন্য উপস্থিত থাকবে;

২৭। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রতিনিধির প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় কমিশনারের মতামতের ভিত্তিতে বিদেশে প্রেরণের জন্য কর্মকর্তা (বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা প্রশাসন পর্যায়ের) মনোনীত করা হবে;

২৮। এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে;

২৯। অনুষ্ঠান শেষের ৭ দিনের মধ্যে যাবতীয় ব্যয়ের ভাউচারাদি মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ বরাবর প্রেরণ করতে হবে; এবং

৩০। এ প্রতিযোগিতাকে সুন্দর, সাবলীল ও অধিকতর আকর্ষণীয় করার প্রয়োজনে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক নিয়মাবলীর প্রয়োজনীয় যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করতে পারবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

২৪/১০/২০১৮

মোঃ আঃ কুদ্দুস দেওয়ান

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
website: www.nmst.gov.bd

বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার পরিচালনার নিয়মাবলী ২০১৮-১৯

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে বিগত দুই বছর যাবত জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণের সহেযাগিতায় জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার আয়োজনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি বছর থেকে বিভাগ ও জেলার পাশাপাশি নির্বাচিত ২০০ উপজেলায় এ সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আয়োজিতব্য সেমিনারের জন্য আয়োজনকারীদের কিছু অনুসরণযোগ্য নিয়মবালী থাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজনের জন্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হল:

০১। সেমিনার আয়োজনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর একটি বিষয় নির্ধারণ করবে;

২। বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/নির্বাচিত উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেমিনার আয়োজনের জন্য স্থান, তারিখ ও সময় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন;

০৩। আলোচ্য বিষয়ের উপর কি-নোট পেপার প্রস্তুত ও উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/শিক্ষক/বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। প্রয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আলোচ্য বিষয়ের কি-নোট পেপারের একটি রুপরেখা প্রণয়ন করে প্রেরণ করবে;

৪। সেমিনারে কম/বেশী ৫০ ব্যক্তিকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্টদের আমন্ত্রণ জানাবেন;

৫। সেমিনারের প্রধান অতিথি ও সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রণের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;

৬। উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতা শেষে কি-নোট পেপার উপস্থাপন করা হবে;

৭। কি-নোট উপস্থাপনের পর এক বা দুই জন বিশিষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আলোচনার জন্য সুযোগ দেয়া যেতে পারে;

৮। নির্ধারিত আলোচকের আলোচনার পর উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মুক্ত আলোচনার সুযোগ দেয়া হবে;

৯। সেমিনারে কি-নোট পেপার, আলোচকের আলোচনার সারর্মম এবং মুক্ত আলোচনার সুপারিশ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রতিবেদন উপস্থিতির বিবরণসহ সেমিনার আয়োজনের ১৫ দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে যা পরবর্তীতে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হবে;

১০ সেমিনারের একটি দৃষ্টিনন্দন ব্যনার টানাতে হবে যার নমুনা নিম্নরুপ হতে পারে-

-----(আলোচ্য বিষয়ের নাম)

সেমিনার

প্রধান অতিথি :---------------------

সভাপতি :---------------

কি-নোট পেপার উপস্থাপক :---------------------

আয়োজনকারী : বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিভাগ/জেলা/উপজেলা

তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় : জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

স্থান : - - - - - - - - - - - - - - - -তারিখ: - - - - - - -

১১। সেমিনার আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘর থেকে বরাদ্দ দেয়া হবে;

১২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রতিনিধি আয়োজনকারীদের সহায়তার জন্য উপস্থিত থাকবে; এবং

১৩। প্রত্যেক বিভাগ/জেলা/নির্বাচিত উপজেলায় সেমিনার আযোজনের কমপক্ষে ১০দিন পূর্বে আয়োজনের বিষয়টি মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এবং আয়োজনকারীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা যেতে পারে।

৮/১০/২০১৫

মোঃ আঃ কুদ্দুস দেওয়ান
উপসচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার